# শ্রমিকের বাঁচার মতো নিম্নতম জাতীয় মজুরি ১৮ হাজার টাকা নির্ধারণ
# গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়ন ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার প্রদানের দাবি

**সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বরিশালে মিছিল**

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের ৩৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৯ জানুয়ারি '১৮ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। শ্রমিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সভাপতি কমরেড জাহেদুল হক মিলু'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন–শ্রমিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, শ্রমিকনেতা আহসান হাবিব বুলবুল, খালেকুজ্জামান লিপন, আবু নাঈম খান বিপ্লব, সেলিম মাহমুদ, সমাবেশ পরিচালনা করেন জুলফিকার আলী।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সমাজে সম্পদ তৈরি করে যে শ্রমিক তার অভাব ও দুঃখ দূর হয় না। বাংলাদেশে যত সম্পদ তার সব কিছুই শারিরীক ও মানসিক শ্রমের ফল। ৬ কোটি ১৪ লাখ শ্রমিক কৃষি, শিল্প, সেবা খাতে কাজ করে। তাদের শ্রমে দেশের জিডিপি বাড়ে, মাথাপিছু আয় বাড়ে, রপ্তানি আয় বাড়ে। সরকারের হিসেবে একজনের মাথাপিছু আয় ১৬১০ ডলার। তাহলে ৫ সদস্যের একটি পরিবারের মাসিক আয় হওয়ার কথা ৫৩ হাজার টাকারও বেশি। কিন্তু কতজন শ্রমিক মাসে এই পরিমাণ টাকা আয় করতে পারে? গার্মেন্টস, চা, রি-রোলিং,

দোকান কর্মচারীসহ বাংলাদেশের শ্রমিকদের মজুরি পৃথিবীর সব দেশের মধ্যে কম। অথচ এই দেশে মালিকদের বাড়ি-গাড়ি, ব্যাংকের টাকা, বিদেশে সম্পদ সব বাড়ছে। ১৮৮৬ সালে শ্রমিকরা আন্দোলন করেছিল ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে, আজ ১৩১ বছর পরেও কোন রকমে সংসার চালানোর জন্য শ্রমিকদের ১২-১৪ ঘণ্টা কাজ করতে হয়। দেশ নাকি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হচ্ছে, তাহলে শ্রমিকের দুর্দশা কমছে না কেন?

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও গণতান্ত্রিক শ্রম আইনের জন্য আন্দোলন করছে দীর্ঘদিন থেকে। ২০০৬ সালে প্রবর্তিত এবং ২০১৩ সালে সংশোধিত শ্রম আইনের ১৭৯ ও ১৮০ ধারার মাধ্যমে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার সংকুচিত করা হয়েছে। আইনের ২৩ ও ২৬ ধারার বলে মালিকের হাতে শ্রমিক ছাঁটাই করার অসীম ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের মৃত্যু হলে ক্ষতিপূরণ মাত্র ১ লাখ টাকা। যারা অসংগঠিত খাতে কাজ করে যেমন–হালকা যানবাহন, রিক্সা, ব্যাটারি চালিত রিক্সা, ইজি বাইক, পরিবহন, মোটর মেকানিক, নির্মাণ, তাঁত, বিড়ি, জরি, পাদুকা, হকার, দিনমজুর তাদের অবস্থা আরও ভয়াবহ। তাদের শ্রম আইনে সুরক্ষা বলতে কিছু নেই। রাষ্ট্র তাদের কাজের ব্যবস্থা করে নাই কিন্তু হয়রানি ও নির্যাতন করার ব্যবস্থা করে রেখেছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, কর্মক্ষেত্রে নিহত শ্রমিকদের আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, আহতদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। শ্রমিকদের রেশন, আবাসন, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, পুনর্বাসন ছাড়া হকার, রিক্সা উচ্ছেদ বন্ধ, যথাযথ আইন ও মান নির্ধারণ করে ব্যাটারি রিক্সার লাইসেন্স দিতে হবে।

এছাড়া নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল, নওগাঁ, জয়পুরহাট, সিলেট, বগুড়া, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার, সিরাজগঞ্জে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শ্রমিক সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

## গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৮ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবি

গার্মেন্টস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ১৮০০০ টাকা নির্ধারণের দাবিতে ১২ জানুয়ারি '১৮ জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। আহসান হাবিব বুলবুল এর সভাপতিত্বে, সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি জাহেদুল হক মিলু, সহসভাপতি আবদুর রাজ্জাক, সাধারণ সম্পাদক রাজেকুজ্জামান রতন, গার্মেন্টস শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (জি-স্কপ) এর যুগ্ম আহবায়ক নঈমুল আহসান জুয়েল, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের নেতা খালেকুজ্জামান লিপন, খায়রুল কবির, সেলিম মাহমুদ, সৌমিত্র কুমার দাস, জাহাঙ্গীর আলম গোলক, সাইফুল ইসলাম শরিফসহ প্রমুখ।

সমাবেশ শেষে একটি মিছিল প্রেসক্লাব-তোপখানা রোড প্রদক্ষিণ করে নিম্নতম মজুরি বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপিটি উপস্থাপন করা হলো– বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রধান খাত গার্মেন্টস সেক্টরের মজুরি নির্ধারণের জন্য আপনিসহ আপনাদের বোর্ড দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শ্রমিকের শ্রমশক্তি। যত উন্নতমানের কাঁচামাল, প্রযুক্তিই ব্যবহার করা হোক না কেন শ্রমিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শ্রম ছাড়া কোন উৎপাদন সম্ভব হয় না। শ্রমিক তার শ্রমশক্তি বিক্রি করে কখনও মাসিক মজুরি অথবা কখনও পিস রেট হিসেবে। শ্রমশক্তি বিক্রির আর্থিকমূল্য শ্রমিক মজুরি হিসেবে গ্রহণ করে। শ্রমিকের এই মজুরি শুধু তার জীবনধারণের জন্য নয় বরং উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন এর কাজে ব্যবহৃত হয়। সুস্থ এবং সবল শ্রমিক যেমন কলকারখানাতে উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে, তেমনি পরবর্তী প্রজন্মের দক্ষ শ্রমশক্তির যোগান তাদের মাধ্যমেই আসে। শ্রমিকরা যেমন উৎপাদনের তেমনি উৎপাদিত দ্রব্যের ভোক্তা। শোভন মজুরি, শ্রমিকের জীবনমান, ক্রয়ক্ষমতা দেশের অর্থনৈতিক গতিবৃদ্ধি করে থাকে। তাই পৃথিবীর প্রতিটি অর্থনৈতিকভাবে উন্নত দেশের শ্রমিকদের গড় মজুরি অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে বাড়তে থাকে। বাংলাদেশ ইতিমধ্যে একটি নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। জিডিপি ৭ শতাংশের মতো করে বাড়ছে, মাথাপিছু আয় ১৬১০ ডলারে উন্নীত হয়েছে এবং এটা ক্রমবর্ধমান। বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানিকারক দেশ কিন্তু শ্রমিদের মজুরি সব দেশের তুলনায় কম। তাই জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালনকারী শ্রমিকদের মজুরি তার সাথে সঙ্গতি রেখে নির্ধারণ হবে এটা একটি যুক্তিসঙ্গত প্রত্যাশা। মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক ও জাতীয়ভাবে যে সমস্ত নির্দেশনা আছে তা নিম্নরূপ–

বিশ্ব মানবাধিকারের ঘোষণায় বলা হয়েছে–'প্রত্যেক কর্মীর নিজের ও পরিবারের মানবিক মর্যাদা রক্ষায় সক্ষম এমন ন্যায্য পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার রয়েছে।'

আইএলও কনভেনশন ১৩১ এ বলা হয়েছে–'সর্বনিম্ন মজুরি অবশ্যই আইন দ্বারা নিশ্চিত করতে হবে। শ্রমিক ও তার পরিবারের প্রয়োজন, জীবনযাত্রার ব্যয়, সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা ইত্যাদিকে বিবেচনায় নিয়ে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে হবে।'

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদে নাগরিকদের যুক্তিসঙ্গত মজুরির বিনিময়ে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তার বিষয়টি রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে বলা হয়েছে।

মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে শ্রম আইনের ১৪১ ধারায় আছে–'জীবনযাপন ব্যয়, জীবনযাপনের মান, উৎপাদন খরচ, উৎপাদনশীলতা, উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য, মুদ্রাস্ফীতি, কাজের ধরন, ঝুঁকি ও মান, ব্যবসায়িক সামর্থ্য, দেশের ও সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করতে হবে।'

আমরা মনে করি গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো বিবেচিত হবে। সেক্ষেত্রে আমাদের বিবেচনা সংক্ষিপ্ত আকারে আপনার কাছে উপস্থাপন করা হলো। আপনি চাইলে আমরা বিস্তারিত ভাবে আপনার কাছে পরবর্তীতে তা পেশ করবো। মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের বিবেচনা সমূহ–

১। জীবনযাপন ব্যয় : একজন কর্মক্ষম মানুষ, শিশু-বৃদ্ধ, সন্তান সম্ভবা মা সবার কথা বিবেচনা করে গড়ে ২৮০০ থেকে ৩০০০ কিলো ক্যালরি তাপ উৎপাদনের জন্য সবচেয়ে সস্তা খাদ্য গ্রহণ করতে হলে দিনে ১০৬ টাকার কমে সম্ভব হয় না। ৫ সদস্যের একটি পরিবারে মাসে খাদ্যবাবদ খরচ ১৫ হাজার ৯০০ টাকা । জীবনযাপন ব্যয়ের ৫০ শতাংশ খাদ্য ও অন্যান্য ব্যয় ৫০ শতাংশ ধরলে মাসে পরিবারের খরচ ৩১ হাজার ৮০০ টাকা।

২। শ্রমিক কাজ করতে আসে দারিদ্রতা দূর করার জন্য। বিশ্বব্যাংকের হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশের মতো দেশে দারিদ্র্য সীমার উপরে উঠতে হলে প্রতিদিন কমপক্ষে ২ ডলার আয় করতে হয়। সে হিসেবে মাসে ২৪ হাজার টাকার কম আয় হলে একটি পরিবার দারিদ্র্য সীমার উপরে উঠতে পারবে না। নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে উৎপাদনের প্রধান চালিকা শক্তি শ্রমিকরা দারিদ্র্য সীমার উপরে উঠবে না এটা কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

৩। দেশের মাথাপিছু আয় ১৬১০ ডলার। জনসংখ্যা ১৭ কোটি। কর্মক্ষম শ্রমশক্তি ৬ কোটি ১৪ লাখ। সে হিসেবে প্রতি কর্মক্ষম মানুষ ২.৭৫ জন মানুষের আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করে। তাহলে একজন কর্মক্ষম মানুষের গড় মাসিক আয় ২৯ হাজার ৫০০ টাকার বেশি হওয়া উচিত।

৪। সরকার ঘোষিত বেতন কাঠামো অনুযায়ী ২০১৫ সালে পে স্কেলের সর্বনিম্ন ধাপে বেতন ৮ হাজার ২৫০ টাকা বেসিক ধরে ১৪ হাজার টাকার বেশি নির্ধারণ করা হয়েছিল। গত তিন বছরে মুদ্রাস্ফীতি, মূল্যস্ফীতি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির হার বিবেচনা করলে তা ১৭ হাজার ৫০০ টাকার বেশি দাঁড়ায়। সরকারি কর্মচারীরা পেনশনসহ যে সমস্ত অধিকার ও সুযোগসুবিধা ভোগ করে সেটাকে বিবেচনা করে পরাধীন আমলেও শ্রমিকদের মজুরি সরকারি কর্মচারীদের চাইতে বেশি থাকতো।

৫। গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিপিডি দেখিয়েছে কাঙ্ক্ষিত পুষ্টি অর্জন করতে হলে বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী কমপক্ষে ১৭ হাজার ৮৩৭ টাকা মাসিক আয় থাকতে হবে।

৬। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান অক্সফাম গবেষণা ও জরিপ করে দেখিয়েছে বাংলাদেশের শ্রমিকদের শোভন মজুরি হতে হলে তা ২৫২ ডলার বা ২০ হাজার ৬৬৪ টাকা হতে হবে।

৭। গার্মেন্টস শিল্পে মূল্য সংযোজন, প্রধান গার্মেন্টস রপ্তানি দেশ যেমন : চীন, তুরস্ক, ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভারত এর মজুরি বিবেচনা করা ।

উপরোক্ত বিষয়সমূহ এবং পারিবারিক ব্যয়ের অন্তত ৬০ শতাংশ প্রধান উপার্জনকারীর আয় থেকে আসতে হবে এই নীতি অনুযায়ী এবং মালিকদের সক্ষমতা, মালিকদের প্রতি প্রতি সরকারের সহযোগিতার কথা বিবেচনা করে গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ১৮ হাজার টাকা নির্ধারণ করা দরকার।

৪০ লাখ গার্মেন্টস শ্রমিকের জীবনমান উন্নয়ন ও ন্যায্য মজুরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিম্নতম মজুরি ১৮ হাজার টাকা নির্ধারণ করতে আপনি পদক্ষেপ নেবেন।